তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

নাজমুল হুদা মিনা
মো. মোস্তফা কামাল

২৩ এপ্রিল ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মো. মোস্তফা কামাল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার **শাহজাদা এম আকরাম**। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার, বাসা # ০৫, রোড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

উৎসর্গ

তৈরি পোশাক খাতে দুর্ঘটনায়
হতাহত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে বহুমুখী গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি কাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহায়ক ভূমিকা পালন করা টিআইবির অন্যতম উদ্দেশ্য।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হয় এবং তা থেকে উত্তরণে ২৫ দফা সুপারিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও সেগুলো বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ২০১৪ হতে ২০১৮ পর্যন্ত প্রতিবছর ফলোআপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও (২০১৯) বর্তমান গবেষণাটির মাধ্যমে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত পদেক্ষপসমূহের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক নাজমুল হুদা মিনা ও মো. মোস্তফা কামাল। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, বায়ার জোটের প্রতিনিধি, গবেষক, এবং দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবি'র উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধায়ন করেছেন সিনিয়র প্রোগাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া। এছাড়া সম্পাদন, পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ টিআইবির অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে এ খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ..উৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ.

অধ্যায় ১ ....৬

ভূমিকা ৬

অধ্যায় ২ ....৯

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ৯

অধ্যায় ৩ ....১৮

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ১৮

অধ্যায় ৪..২৫

উপসংহার ও সুপারিশ..২৫

তথ্যসূত্র: ২৮

সারণী ও চিত্র

সারণী ১: গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক ও পর্যালোচনার বিষয়সমূহ ৭
সারণী ২: কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম..১৩
সারণী ৩: শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগের পর্যালোচনা ২১

চিত্র ১: কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতির তুলনা (২০১৮-১৯) ১৩
চিত্র ২: বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা ১৭
চিত্র ৩: বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা..১৭

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে মূল ভূমিকা রেখেছে[১] এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ৩০.৬১[২] বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৩.৫১%[৩]। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে তৈরি পোশাকখাতের অবদান ছিলো প্রায় ১১.৭%[৪] এবং প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত রয়েছে[৫]। একইসাথে, এ খাত নারী কর্মসংস্থানে মূল ভূমিকা পালন করছে; প্রাতিষ্ঠানিক খাতে মোট কর্মরত শ্রমিকের প্রায় ৬৪%[৬] নারী শ্রমিক[৭] এ শিল্পে কাজ করেন। তবে এ হার ক্রমান্বয়ে কমছে - ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০%, ২০১৬ সালে ৬৪% এবং ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৬০%-এ। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় কর্ম-সংস্থানকারী এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত এ খাতে দেশের অন্যান্য খাতের মতোই সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। ২০১৩ সালে সংঘটিত 'রানা প্লাজা' দুর্ঘটনা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসন ঘাটতি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয় এবং এ খাতের শ্রমিক অধিকার ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় হতে জোরালো চাপ তৈরি হয়। ফলে, এ খাতের সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়। সরকার ও বায়ারসহ অন্যান্য অংশীজন কমপ্লায়েন্স ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩) একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে, টিআইবি এ সকল বিষয়ে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ধারাবাহিকভাবে চারটি ফলোআপ গবেষণা (এপ্রিল, ২০১৪; এপ্রিল, ২০১৫; এপ্রিল, ২০১৬ ও এপ্রিল, ২০১৮) পরিচালনা করেছে। এ সকল গবেষণায় সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন বা সংশোধন করা, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও দুর্নীতি বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনের জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় জোট গঠন করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সেবা প্রদান পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রভৃতি। এরই ধারাবহিকতায় টিআইবি সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সার্বিকভাবে রানা প্লাজা পরবর্তী গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৮-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই প্রতিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তীতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন বিষয়ক ঘাটতিসমূহ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে বিভিন্নমুখী চাপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে

---

[১] Bhattacharaya D. and Rahman, M.,(1999), *"Female employment under export propelled industrialization: Prospects for internalizing gloal opportunities in the Bangladesh apparel sector",* UNRISD Occasional paper No. 10, UNRISD, Geneva.

[২] http://www.bgmea.com.bd/home/about/AboutGarmentsIndustry

[৩] http://www.epb.gov.bd/

[৪] বিজিএমইএ, ২০১৯

৫ প্রাগুক্তি

[৬] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/203906/women-work.pdf

[৭] **এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৬০% (এটি ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০%, ২০১৬ সালে ৬৪% এবং ২০১৮ সালে ৬০.৮%;** https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/03/Ongoing-Upgrdation-of-RMG-Enterprises.pdf

বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা এবং এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান। টিআইবি এ গুরুত্ব বিবেচনা করে গত পাঁচ বছর এ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান এবং এ সকল সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহের নিয়মিত পর্যক্ষেণ করছে। পাশাপাশি টিআইবি গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কাজের ধারাবাহিকতায় এবং তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে টিআইবি বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

১.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, শ্রম অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, গার্মেন্টস মালিক, শ্রমিক সংগঠন, বিজিএমইএ, বায়ার, অ্যাকর্ড, আইএলও) নিকট হতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পোশাক খাত অধ্যুষিত চারটি অঞ্চলে (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর) ৮০টি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে ৮টি দলীয় আলোচনা ও চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েবসাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি নভেম্বর ২০১৮ - এপ্রিল ২০১৯ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণাভুক্ত অংশীজন

সরকার ও সরকারী সংস্থা যেমন শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), শ্রম অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), আইএলও এবং এনজিও এ গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল।

১.৫ বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় সুশাসনের ৮টি নির্দেশকের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

সারণী ১: গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক ও পর্যালোচনার বিষয়সমূহ

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যালোচনার বিষয়সমূহ
আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ	❑ আইন ও নীতি প্রণয়ন ❑ ওানা প্লাজা পরবর্তী দায়েরকৃত মামলা
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	❑ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও বিকেন্দ্রিকরণ ❑ জনবল, লজিস্টিকস ও প্রশিক্ষণ ❑ ডিজিটাইজেশন ❑ সমন্বয় ❑ নীতি সহায়তা
স্বচ্ছতা	❑ তথ্যের উন্মুক্ততা ❑ কারখানাসমূহের তথ্য প্রকাশ ❑ পরিদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশন
জবাদিহিতা	❑ পরিদর্শন ও কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা ❑ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
কারখানা নিরাপত্তা	❑ বায়ার প্রতিষ্ঠান (অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স) ❑ সরকার (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ, আরসিসি) ❑ রিমেডিয়েশন (আর্থিক সক্ষমতা)

	❑ পোশাক পল্লী
শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার	❑ পরিচয় ও নিয়োগপত্র ❑ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শোভন ব্যবহার ও কর্মপরিবেশ ❑ ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা ❑ মজুরি ❑ অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি ❑ মাতৃত্বকালীন সুবিধা ❑ সংগঠন করার অধিকার ❑ যৌথ দরকাষাকষির অধিকার (ট্রেড ইউনিয়ন, পার্টিসিপেটরি কমিটি ও সেফটি কমিটি)
শুদ্ধাচার	**প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি**

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এ খাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল অংশীজনকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি
- তাজরিন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ না করার কারণে এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রমের কারখানাসমূহের সংস্কার প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় অধিদপ্তর প্রদেয় তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

অধ্যায় ২
বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অগ্রগতি আলোচনা করা হলো-

২.১ আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ

তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার ২০১৩ সালের ২২ জুলাই মাসে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এর **১০০টি ধারা** সংশোধন করে, যা 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩' হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে আইএলও'র বিশেষজ্ঞ কমিটির চাপে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ পুনরায় ২০১৮ সালে সংশোধন করা হয়, যা 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮' হিসেবে পরিচিত। উক্ত সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে ২০% শ্রমিকের সম্মতিতে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক প্রতিহিংসামূলক কোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন নামক ধারা সংযুক্ত করা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে দুই লক্ষ এবং দুই লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করাসহ ৪১টি ধারায় সংশোধন করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' পাশ করা হয়। এ বিধিমালায় সকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, বিধিমালা পাশ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় আদেশের ০.০৩ শতাংশের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আলাদা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন ও তা পরিচালনায় বোর্ড তৈরির বিধান, দুটি উৎসবে শ্রমিকের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ যে সকল কাজ করতে পারবে না তা স্পষ্টকরণসহ শ্রমিক অধিকার, শ্রমিক নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরদিকে, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে[৮] এবং তা সংসদে পাশ করার জন্য উত্থাপন করা হয়, কিন্তু আইএলও কনভেনশনের সাথে অসামঞ্জস্যের জন্য সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশে ২০১৭ সালে আইনটি সংসদ হতে প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ ২০১৯ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার রক্ষায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের বিধান, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত না করা, স্থায়ী মজুরি বোর্ড গঠন, দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, সালিশ-মীমাংসার জন্য বোর্ড গঠন, শ্রমিক অবসরকালীন ভাতা প্রদানের বিধান প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ইপিজেড-এ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সরকার ৮টি ইপিজেড শ্রম আদালত ও একটি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ অনুমোদন করা হয়েছে।

আবার ২০১৭ সালের জুন মাসে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪টি মামলা দয়ের করা হয়[৯]। পেনাল কোড এর ধারা ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭, ৩০৪(বি) এবং ৩৪ এর ভিত্তিতে পুলিশ রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা এবং পাঁচটি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে রাজউক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ধারা ১২ এর ভিত্তিতে সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এছাড়া একজন ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ঢাকা জেলা জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। **এছাড়া** সিআইডি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার ২০১৫ সালে দন্ডবিধি আইন ও ইমারত নির্মাণ আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চর্জশিট প্রদান এবং দুদক দায়েরকৃত তিনটি মামলার একটিতে চার্জশিট প্রদান করা হয়। আবার দুদক দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় ২০১৮ সালের মার্চে রানা প্লাজার মালিকের মাকে অবৈধ সম্পদ রাখার

---

[৮] 'সংগঠন করার অধিকার পাচ্ছে শ্রমিকরা'-বনিকবার্তা (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন অনুমোদন'-জাগো নিউজ ২৪.কম(১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬); 'ইপিজেড শ্রম আইন চূড়ান্ত অনুমোদন'-যুগান্তর (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬);

[৯] পুলিশ কর্তৃক ১টি, রাজউক কর্তৃক ১টি, শিউলি আক্তার নামে একজন শ্রমিক কর্তৃক ১টি মার্ডার কেস এবং বাকি ১১টি মামলা কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করা হয়।

দায়ে ছয় বছর কারাদন্ড এবং রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাকে তিন বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়[১০]। ২০১৬ সালের মে মাসে দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত একটি মামলায় রানার জামিন কেন দেওয়া হবে না এ মর্মে হাইকোর্ট কর্তৃক রুল জারি করা হয়। পরবর্তীতে আপিল বিভাগ রুলটি খারিজ করে ৬ মাসের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশনা প্রদান করে[১১]। অপরদিকে, ২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে[১২]।

২.২ নীতি সহায়তা

তৈরি পোশাক ব্যবসায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের নীতি সুবিধা প্রদান করে। ২০১৬ সালে সকল ব্যবসায়ীদের জন্য কর্পোরেট কর বৃদ্ধি করে ৪২% করা হয় এবং পোশাক মালিকদের জন্য তা ২০% করা হয়। কিন্তু পোশাক ব্যাবসায়ীদের চাপের মুখে কর্পোরেট কর সাধারণ কারখানার জন্য ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির জন্য ১০% নির্ধারণ করা হয়[১৩]। একইভাবে উৎস কর প্রস্তাবিত ১% থেকে কমিয়ে ০.৭% করা হয়। কিন্তু ২০১৮ সালের নভেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তা কমিয়ে ০.২৫ শতাংশ[১৪] করা হয়। আবার নতুন বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ৪% নগদ সহায়তাসহ তিন ক্ষেত্রে মোট নগদ সহায়তা ১০% থেকে ১২%-এ উন্নীত করা হয়[১৫]। এছাড়া অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটির ব্যবস্থা[১৬] করা হয় যা অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩৫% থেকে ১০৪% এবং বন্দর সেবা গ্রহণের জন্য ১৫% প্রচলিত ভ্যাট মওকুফ[১৭], বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি (২ কোটি ডলার)[১৮] ইত্যাদি করা হয়েছে এবং তৈরি পোশাক খাতের পরিবহন ব্যয়, ল্যাবরেটরি টেস্ট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যয় ও শ্রমিক কল্যাণ ব্যয় সম্পূর্ণ ভ্যাটমুক্ত[১৯] করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট সুবিধার ৪৪,৮১০ কোটি টাকার ৯৬% (৪৩,০১৮ কোটি) তৈরি পোশাক খাতকে প্রদান করা হয় এবং অতিরিক্ত আমদানির ক্ষেত্রেও নিয়ম শিথিল করা হয়েছে[২০]।

২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গবেষণায় (২০১৩)[২১] দেখা যায়, এ খাতে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। যেমন, অপ্রতুল প্রশাসনিক ক্ষমতা, কেন্দ্রিভূত প্রশাসনিক ক্ষমতা, পরিদর্শনে জনবল ও লজিস্টিকস ঘাটতি, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। পরবর্তীতে, সরকার ও অন্যান্য অংশীজন ধারাবাহিকভাবে এ সকল ঘাটতি নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ গবেষণায় প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা এবং চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৩.১ প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে ২০১৪ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয় এবং প্রধান পরিদর্শকের পদ উন্নীত করে মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা) করা হয়। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পূর্ববর্তী চারটি বিভাগীয় শহর ও চারটি আঞ্চলিক শহর থেকে আটটি বিভাগীয় শহর ও ২৩টি আঞ্চলিক শহরে বিস্তৃত করা হয়। লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা আঞ্চলিক অফিসগুলোতে প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হয়েছে।

আবার, শ্রম পরিদপ্তর ২০১৭ সালে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। প্রধান পরিচালক পদ উন্নীত করে মহাপরিচালক করা হয় এবং মহাপরিচালককে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও শ্রম আদালতের কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫০টি আঞ্চলিক অফিসসমূহকে শিল্পঘন অঞ্চলে ৫২টি আঞ্চলিক অফিসে বিন্যস্ত করা হয়। এছাড়া বিভাগীয় অফিসে ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে

---

[১০] 'Ranas mother jailed for 6years for amassing wealth illegally'- The daily Star (30th March, 2018)

[১১] 'রানা প্লাজা ট্রাজেডি: ৬ মাসের ভিতর বিচার সম্পন্নের নির্দেশ'- ঢাকা ট্রিবিউন (এপ্রিল ৯, ২০১৯)

[১২] 'তাজরিন ট্রাজেডির ৬ বছর, শেষ হয়নি বিচার'- আমাদের সময় (এপিল ১৭, ২০১৯)

[১৩] Export source tax cut to 0.7%- The Financial Express Bangladesh (Aug 8, 2017); (March 23, 2018)(December, 12,2017)

[১৪] 'Reduced tax at source for RMG effective from January 3'- Dhaka Tribune (21April, 2019)

[১৫] 'Apparel exporters to get 12pc cash incentives'- RMG Bangladesh (23 March, 2019)

[১৬] 'করছাড় ও প্রণোদনায় সুসময়ে পোশাক শিল্প '- RMG Bangladesh (6 January, 2019)

[১৭] প্রাগুক্তি

[১৮] প্রাগুক্তি

[১৯] প্রাগুক্তি

[২০] 'খেলাপির শীর্ষে পোশাক খাত'- দৈনিক প্রথম আলো (৮ সেপ্টেম্বও, ২০১৮)

[২১] 'তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়'- টিআইবি (২০১৩)

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে[২২]। আবার অধিদপ্তরের কার্যক্রম আধুনিকীকরণের জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্ট্রি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) প্রণয়ন করা হয়েছে। একইভাবে রাজউক কার্যক্রম ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৩টি জোনে ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালে সকল শিল্পাঞ্চলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের স্থাপিত কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২.৩.২ জনবল, লজিস্টিকস ও দক্ষতা বৃদ্ধি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে জনবল ৩১৪ জন থেকে ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং নতুন ৩১২ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১% নারী[২৩]। অপরদিকে, পরিদর্শনের জন্য ১৭০টি মোটর সাইকেল ও ৪০টি স্কুটি এ অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিদর্শকদের ছয়টি ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ (প্রতিটিতে ৪০ জন), আইন বিষয়ে ৯০টি প্রশিক্ষণ এবং কারখানা নিরাপত্তার পাঁচটি বিষয়ে (মেশিনারি সেফটি, কনস্ট্রাকশন সেফটি, কেমিক্যাল সেফটি, আরগোনোমিকস, অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন) বিশেষজ্ঞ গঠনে ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তার জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে, শ্রম অধিদপ্তরে জনবল ৭১২ থেকে ৯২১-এ উন্নীত করা হয়েছে। আবার পরিদর্শনের জন্য ১৭৫টি মোটরসাইকেল ও ১০টি অ্যাম্বুলেন্স সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আবার শ্রমিক অধিকার বিষয়ে শ্রমিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শ্রম অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ইনস্টিটিউট (আই.আর.আই) এর বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ২১ জন স্টেশন অফিসারকে ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া ও মোট ২১৮ জন ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টরের নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ২৫৯টি প্রকল্পের আওতায় ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহী গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিদর্শক ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৪টি দেশে ১৬৪ জন কর্মকর্তাকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে[২৪]।

২.৩.৩ ডিজিটালাইজেশন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় 'লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ)' এবং 'রিমেডিয়েশন ট্রাকিং মডিউল (আরটিএম)' এর প্রবর্তন করা হয়েছে[২৫]। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সফলভাবে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরকে ১৮০টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম স্থান এবং শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে সেরা সরকারি সংস্থার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে[২৬]। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানাসমূহের লাইসেন্স ও নবায়ন, শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন করা এবং রাজউক কারখানা, ভবনের ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। আবার রাজউকের অনলাইন সেবায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৪ সমন্বয়

সরকার কতৃক এ খাতের টেকসই উন্নয়নে একটি খসড়া দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্পকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ৬ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আইএলও'র পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ৫টি দেশ- আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্যের এবং বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে "৩+৩+২" নামক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।

২.৫ জবাবদিহিতা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রমে জবাবদিহিতা আনয়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল পরিবীক্ষণের

[২২] শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য, মার্চ ২০১৮

[২৩] কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর প্রদেয় তথ্য, ফেব্রুয়ারী ২০১৯

[২৪] বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মার্চ ২০১৯

[২৫] প্রাগুক্ত

[২৬] The Financial Express, 12 December 2018; শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য, মার্চ ২০১৯

ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া আইএলও'র সহযোগিতায় পরিদর্শন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। ফলে, কেন্দ্রিয় কার্যালয় হতে সহজে একজন পরিদর্শকের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় এবং পরিদর্শক কর্তৃক প্রদেয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনেই পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি ফলো-আপ করা যায়। এর মাধ্যমে পরিদর্শনকৃত রিপোর্ট একই সাথে সরাসরি কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া তৈরি পোশাক অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গণশুনানীর আয়োজন করা হচ্ছে। এ সকল গণশুনানীতে এখন পর্যন্ত ১৫৭ জন সেবা প্রত্যাশিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৫৩টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে[২৭]। এ অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানাসমূহে ২০১৮-১৯ সালে ৩৪৬৮টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা কর হয় এবং এ সকল পরিদর্শনে বিভিন্ন সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে অইনের বিধান অমান্যকারী কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে ৫২টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থায় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের অভিযোগ ব্যবস্থায় ২০১৫ সাল থেকে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৯৮৫টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্পত্তি করা হয় ২০৮৮টি (৭০%)[২৮]। অপরদিকে, ২০১৮-১৯ সালে শ্রম অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১৯টি, যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১২টি (৬৩%) এবং শ্রম বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া গেছে ৪৫টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩২টি (৭১%)[২৯]। একইভাবে, বিজিএমই'র আরবিট্রেশন সেলে কারখানা বন্ধে শ্রমিকের বকেয়া পাওনা, শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে ২০১৮-১৯ সালে ১৩৫৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ১২৫২টির (৯২%) এবং এ ক্ষেত্রে ২৭৪১ জন শ্রমিকের ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার পাওনা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত ৮০টি কারখানার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় শ্রমিকদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বায়িং হাউজসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক খসড়া নীতি তৈরি করা হয়েছে[৩০]।

২.৬ স্বচ্ছতা

তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পরিদর্শিত কারখানার ডাটাবেজ ও শ্রম অধিদপ্তরে অনুমোদনকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ডাটাবেজ সম্বলিত সহজে প্রবেশযোগ্য একটি ওয়েবসাইট চালু করা করা হয়েছে। অপরদিকে, ৩১টি বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন ২৫০০টি কারখানার[৩১] তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং "ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ" নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে যেখানে কারখানাসমূহের সকল প্রকার তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। আবার রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে দেখা যায়, রানা প্লাজায় অবস্থিত কারখানাসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের সন্নিবেশিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে, শ্রমিকদের বিদেশি সহযোগিতায় সৃষ্ট ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ বিতরণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সকল কারণে পরবর্তীতে টিআইবিসহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরির সুপারিশ করা হয়। এবং এ প্রেক্ষিতে বিজিএমইএ একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরির প্রকল্প শুরু করে। এখন পর্যন্ত এ ডাটাবেজে তৈরি পোশাক খানায় কর্মরত প্রায় ৩৭ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারির তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে[৩২]।

২.৭ কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় (২০১৩) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী কারখানাসমূহে নিরাপত্তা ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। সেখানে বলা হয়- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিদর্শন সংস্থায় সুশাসনের ঘাটতি এবং একক পরিদর্শন প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে টিআইবি একক পরিদর্শন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা, সরকার ও বায়ার প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাসহ, টেকনিক্যাল ও সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে, কারখানাসমূহে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনের চাপে ইউরোপের ২২০টি দেশের বায়ার ও ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে আইনগত চুক্তির মাধ্যমে "দি বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি"[৩৩] উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং উত্তর আমেরিকার ২৯টি ব্রান্ডের সমন্বয়ে "দি অ্যালায়েন্স ফর ওয়ার্কার সেফটি"[৩৪] গঠিত হয়। অপরদিকে, যে সকল কারখানায় এ সকল বায়ার কাজ করে না এবং সরাসরি কোনো ক্রয় আদেশ করে না এমন সাব কন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইএলও'র অর্থায়নে সরকারের

---

[২৭] প্রাগুক্ত

[২৮] কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর প্রদেয় তথ্য, ২০১৯

[২৯] শ্রম অধিদপ্তর হতে প্রদেয় তথ্য, ২০১৯

[৩০] The Financial Express, 7 September, 2017

[৩১] ' Fast Retailing publishes list of Uniqlo core fabric mills'- Just Styles (4 February, 2019)

[৩২] বিজিএমইএ, এপ্রিল ২০১৯

[৩৩] http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2019-Accord-sign-on-info.pdf; http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2019-Accord-sign-on-info.pdf

[৩৪] http://www.bangladeshworkersafety.org/who-we-are/membership?lang=en

পৃষ্ঠপোষকতায় "ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ বা জাতীয় উদ্যোগ" নামে একটি প্রকল্প গঠিত হয়। কারখানা নিরাপত্তায় সরকারি ও বেসরকারি এ উদ্যোগসমূহের অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা এ গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় মোট ৪৪৮৫টি কারখানা পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এর মধ্যে অ্যাকর্ডের পরিদর্শন আওতাভুক্ত ৭৫টি কারখানা ব্যতীত মোট ৪৩৪৬টি কারখানার প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।

সারণী ২: কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম

মূল্যায়ন	অ্যাকর্ড (কারখানা সংখ্যা)	অ্যালায়েন্স (কারখানা সংখ্যা)	জাতীয় উদ্যোগ (কারখানা সংখ্যা)	মোট
প্রাথমিক তালিকাভুক্তি	২০৯৬	৮৫০	১৫৩৯	৪৪৮৫
প্রাথমিক পরিদর্শন	২০২২	৭৮৫	১৫৩৯	৪৩৪৬
পরিদর্শন হয়নি	৭৫	০	০	৭৫
তালিকা পরিবর্তন	১৪২	২২	১৯৬	৩৬০
ব্যবসা/কারখানা বন্ধ	৩৯৫	১৭৮	৫৯৮	১১৭১
বর্তমান ফলো-আপভুক্ত কারখানা	১৬৮৮	৬৫৪	৭৪৫	৩০৮৭
অগ্রগতি সম্পন্ন (১০০%)	৯৮০	৪২৮	০	১৪০৮ (৪৬%)
অগ্রগতি চলমান (৭০%-৯০%)	৫৭৭	২২২	৪৮	৮৪৭ (২৮%)
ধীর অগ্রগতি (০%-৫০%)	১৩১	৪	৬৯৭	৮৩২ (২৬%)

পরিদর্শিত কারখানার মোট ২২৯৫টি (৭৪%) কারখানার সংস্কার কাজে অগ্রগতি হয়েছে এবং ৮৩২টি (৩২%) কারখানার সংস্কার কাজ ধীর অগ্রগতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়া কারখানার বেশিরভাগ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের গত দুই বছরের তুলনা করলে দেখা যায় ২০১৮ সালে তুলনায় ২০১৯ সালে বাস্তবায়ন সম্পন্ন কারখানার পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ১২% থেকে ৪৬% হয় এবং চলমান অগ্রগতির ক্ষেত্রে ২০১৯ সালে ৫৬% থেকে ২৮% হয়। একইভাবে, যে সকল কারখানার অগ্রগতি ধীরে হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ ২০১৯ সালে ৩২% থেকে কমে ২৬% হয়।

চিত্র ১: কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতির তুলনা (২০১৮-১৯)

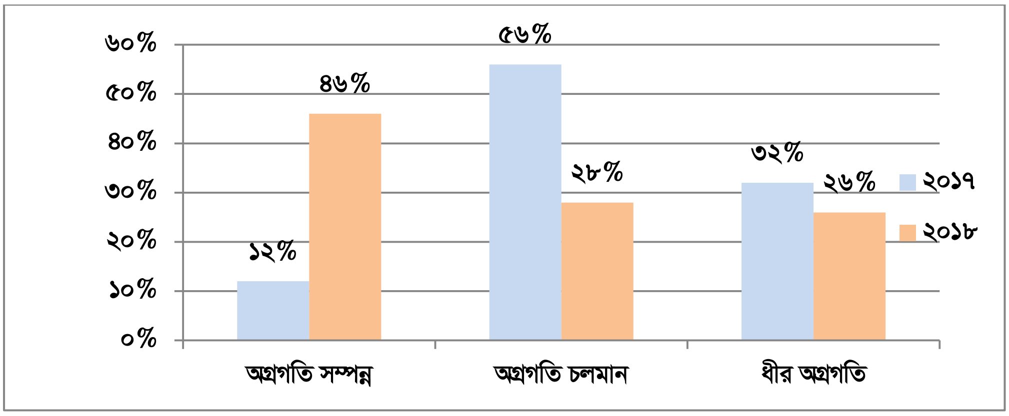

২০১৭ সালে সরকার তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি পোশাক পল্লী স্থাপনের জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দ করে[৩৫]। পোশাক পল্লী তৈরিতে দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকারের

[৩৫] The financial Express, 22 March, 2018

সাথে মালিকপক্ষের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মালিকপক্ষ থেকে জমির মূল্য বাবদ এ পর্যন্ত বিজএমইএ কর্তৃক বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নিকট ১০০ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। এচাড়া এ জন্য প্রায় ৭০টি কোম্পানির কাছে ৪৪১ একর জমির বরাদ্দ দেওয়ার প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া বিজিএমইএ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮২৯টি নতুন কারখানা তৈরি করা হয়েছে এবং এ সকল কারখানায় প্রায় ৬.৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২.৭.১ সংস্কার কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অংশীজন কর্তৃক স্বল্প সুদে কারখানা সংস্কারে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাইকা'র কারখানা সংস্কারে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার[৩৬], আইএফসি'র ৪০ মিলিয়ন[৩৭] ডলার এবং সরকারের ৪০ মিলিয়ন ডলারের[৩৮] তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাইকার তহবিলের অর্থ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়নে ৩০টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি এবং গণপূর্ত বিভাগের আরবান সেফটি প্রকল্পকে কারিগরি মূল্যায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন[৩৯] ডলার এর একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

২.৭.২ রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গঠিত বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কার্যক্রম ৫ বছর মেয়াদে পরিচালনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। এবং এ সকল কার্যক্রম পরবর্তী ফলোআপ-এর মাধ্যমে টেকসই করা গুরুত্বপূর্ণ- এ লক্ষ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দক্ষ একটি পরিদর্শন সংস্থা গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সকল কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৬ এনটিসি (ন্যাশনাল ট্রাইপাট্রিট কাউন্সিল) এর ১১তম সভায় আরসিসি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৪ মে ২০১৭ সালে আরসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর ও তিনটি টাক্সফোর্সের (অগ্নি, ভবন ও বিদ্যুৎ) সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাঁচটি দপ্তর হলো- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কৃর্তপক্ষ এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর। আরসিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, সকল সদস্য সংস্থার তিনজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে মাঠ পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে[৪০]। আরসিসি'র কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক ৮৩ জন প্রকৌশলীসহ মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরসিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য আইএলও কর্তৃক আরসিসি'র জন্য তহবিল গঠন ও ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শকের সভাপতিত্বে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, রাজউক/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বুয়েটের প্রতিনিধির সমন্বয়ে টাস্কফোর্সসমূহ গঠিত হবে। এছাড়া রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য আইএলও কর্তৃক একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কম হওয়া, কর্মাবস্থায় আহত বা নিহত হলে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ছুটি না পাওয়া, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা অনেক বেশি হওয়া, পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র না দেওয়া, জোরপূর্বক চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে ঘাটতি দূরীকরণে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.৮.১ মজুরি

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পূর্বে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ছিল মাত্র ৩৭০০ টাকা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার পরবর্তীতে এ ন্যূনতম মজুরি ৭৬.৭% বৃদ্ধি করে ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন করে মজুরি পুনর্নির্ধারন করার বিধান করা হয়। পূর্ববর্তী মজুরি কাঠামোর পরিবর্তনের পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১৪ জানুয়ারী, ২০১৬ এ "মজুরি বোর্ড" গঠন করা হয়[৪১]।

---

[৩৬] দৈনিক সমকাল, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

[৩৭] " *IFC Engagement in the Bangladesh Apparel Sector- How IFC Supports Bangladesh Positions in Global Supply chain*"; IFC, October, 2017

[৩৮] ' RMG exporters to get more low cost fund'- RMG Bangladesh (22 May, 2019)

[৩৯] প্রাগুক্ত

[৪০] প্রাগুক্ত

[৪১] Government forms new wage board for RMG sector, 14 January 2018, Dhaka tribune

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মজুরি বোর্ড গঠন করা হলেও মজুরি নির্ধারণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। মজুরি বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ মার্চ, ২০১৮। এ সভায় মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষকে দ্বিতীয় সভার পূর্বে প্রস্তাবিত মজুরি কাঠামো বোর্ডের নিকট জমা দিতে বলা হয়। কিন্তু ৮ই জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় উভয় পক্ষ মজুরি কাঠামো জমা দিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে, ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে বোর্ডের তৃতীয় সভায় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ৬ হাজার ৩৬০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে প্রস্তাব জমা দেয়, যেখানে শ্রমিকপক্ষের দাবি ছিল ১২ হাজার ২০ টাকা[৪২]। এ প্রেক্ষিতে দুপক্ষের প্রস্তাবিত বেতনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৮-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে[৪৩] মূল বেতন ৪১০০ টাকা নির্ধারণ করে প্রায় ৬৬% বৃদ্ধি করে মোট ৮০০০ টাকা সুপারিশ করে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড। এ বিষয়ে ২৫ নভেম্বর ২০১৮ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে[৪৪]।

২.৮.২ অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি, প্রসূতিকালীন সুবিধা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, সেফটি কমিটি

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০১৩) শ্রমিকদের স্বল্প পারিশ্রমিকে এবং জোর করে অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানো, প্রসূতিকালীন সুবিধা না দেওয়া, প্রসূতিকালীন শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করা, পাওনা ছুটি প্রদান না করা এবং কারখানায় টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি বিষয় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকার এবং বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অপরদিকে, কারখানায় কর্মকালীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ৫০০০ শ্রমিক আছে এমন কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়। অপরদিকে, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য পরিচালিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে সহজে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ১২টি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে এবং আইএলও'র সহযোগিতায় কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রায় ৫৮৭টি ফ্যাক্টরিতে ৮ লক্ষ শ্রমিকের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে[৪৫]। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনানুযায়ী প্রদান করছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রাপ্ত ৮ সপ্তাহ পূর্বে টাকা না দেওয়ার বিষয়টি অনেকাংশে উন্নত হয়েছে[৪৬] এবং কল্যাণ কর্মকর্তাদের সেবা সম্পর্কে অধিকাংশ শ্রমিকের ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে অর্জিত ছুটির প্রাপ্য অর্থ পরিশোধে আইনের বিধান বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও তা পরীবিক্ষণে শ্রমিকদের মধ্য থেকে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী, বিধিমালার গেজেট প্রকাশের ৬ মাসের মধ্যে সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক।

২.৮.৩ গ্রুপ বীমা, কেন্দ্রীয় তহবিল, আইএলও ইন্স্যুরেন্স ও ক্ষতিপূরণ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীতে শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করা হয়, সংশোধিত শ্রম আইন-২০১৩ এ ১০০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে এমন কারখানায় বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। অপরদিকে, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ২১২ অনুযায়ী শতভাগ রপ্তানিকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় আদেশে ০.৩ শতাংশ অর্থের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় তহবিল গঠন করা হয়। এ কেন্দ্রিয় তহবিলের অর্থ দুটি হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একটি সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব এবং অপরটি আপদকালীন কল্যাণ হিসাব। সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব হতে কর্মক্ষেত্রে আহত বা নিহত, কর্মক্ষেত্রের বাহিরে আহত বা নিহত এবং কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার খরচ বহন করাসহ বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। সর্বোপরি, সরকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রমিকের দুর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান করে। এ তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত ২৮৪২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে, বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ ৩টি কারখানার শ্রমিকদের পাওনা বেতন, ১৫৯ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা এবং ১৫৯ জন শ্রমিকের মেধাবি সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ মোট ৫৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং এ তহবিলের স্থিতি এফডিআরসহ ৯১ কোটি টাকা রয়েছে[৪৭]। অপরদিকে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার জন্য আইএলও কর্তৃক একটি ইনজুরি স্কিম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে মালিকের সাথে আলোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এ সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কারখানাসমূহে সেফটি কমিটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক করা

[৪২] 'পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির গেজেড জারি'- RMG Bangladesh (1 December, 2018)

[৪৩] প্রাগুক্ত

[৪৪] এস, আর, ও নম্বও ৩৪৫-আইন/২০১৮;এস, আর, ও নম্বও ৩৪৮-আইন/২০১৮

[৪৫] প্রাগুক্ত

[৪৬]'তৈরি পোশাক খাতে অগ্রগতি: সুশাসন ও চ্যালেঞ্জ'- টিআইবি (২০১৮)

[৪৭] কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় তথ্য - ২০১৯

হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায়, যে দুই বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ৯০৯টি কারখানা বা প্রায় ১৬% কারখানায়[৪৮] সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে, এ বছর এ অবস্থার উন্নতির হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ২৩৮৬টি কারখানায় (মোট কারখানাসমূহের ৭৫%) সেফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.৮.৪ সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি (পার্টিসিপেটরি কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন)

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মালিকদের নিকট পাঠানোর বিধান ছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩-এ এ বিধান রহিত করা হয়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতিসূচক সাক্ষরের বিধান, কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন তুলনামূলক কঠিন হয়েছিলো। ২০১৮ সালে আইএলও'র বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সংগঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তিতে ঝুঁকি দেখা গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাভেদে ২০% ও ২৫% শ্রমিকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের বিধান করে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিা। ১৪ নভেম্বর ২০১৮ সালে সরকার শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে ২০% শ্রমিকের সম্মতির বিধান করে[৪৯]। অপরদিকে, তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০২টি ইউনিয়নসহ রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী এ পর্যন্ত মোট ৭৫৩টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে[৫০]। আবার, শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ এ কারখানা পর্যায়ে পার্টিসিপেটরি কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্টিসিপেটরি কমিটির সদস্য নির্ধারণের বিধান করা হয়েছিল[৫১]। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত কারখানাসমূহে ১২১০টি (৪০%) পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে[৫২]।

২.৮.৫ শুদ্ধাচার

তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ফলোআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে, রাজউক কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে, উভয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেষণা দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯ অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক অগ্রগতি

টিআইবি পরিচালিত বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের (২০১৩ হতে ২০১৯) ৩৯% সম্পন্ন, ৪১% উদ্যোগের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি এবং ২০% উদ্যোগ ধীর গতিতে চলমান বা স্থবির রয়েছে। বাস্তবায়ন সম্পন্ন উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা তহবিল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন, রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্নকরণ, মালিক কর্তৃক জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র প্রদান প্রভৃতি। চলমান অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট খাতে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, জরিপকার্য ও কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা, ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি, হাজিরা খাতা সংরক্ষণ (পে-স্লিপ প্রদান), রাজউকের অথরাইজড কর্মকর্তা নিয়োগ, শিল্প পুলিশের লজিস্টিক বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিকদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি প্রভৃতি। ধীর অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুন্সীগঞ্জে পোশাক পল্লী স্থাপন, ৩টি শিল্পাঞ্চলে ফায়ার স্টেশন তৈরি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রস্তুত করা, রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন মামলার দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি।

---

[৪৮] প্রাগুক্ত

[৪৯] ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৯ এর সংশোধন - বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮

[৫০] প্রাগুক্ত

[৫১] প্রাগুক্ত

[৫২] প্রাগুক্ত

চিত্র ২: বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা

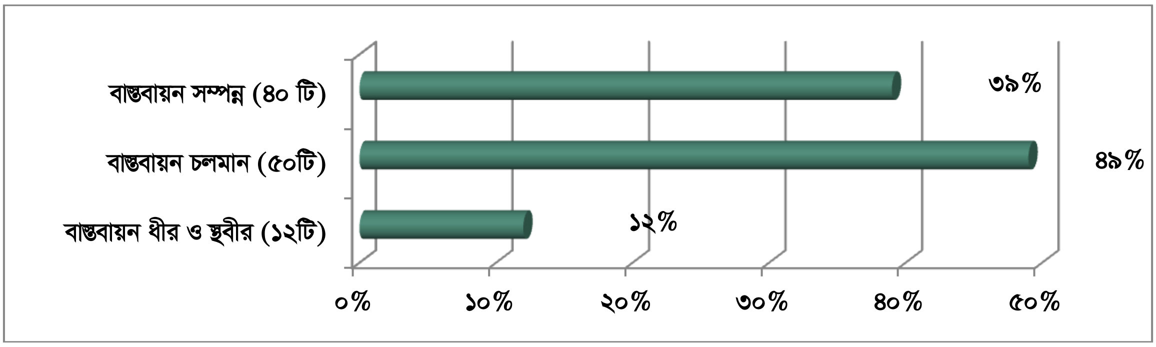

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের তুলনায় দেখা যায়, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বাস্তবায়ন সম্পন্ন অগ্রগতি ৩৯% স্থির থাকলেও চলমান অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা উন্নীত হয়ে ৪১% থেকে ৪৯% হয়েছে এবং ধীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা কমে ২০% থেকে ১১% হয়েছে।

চিত্র ৩: বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা

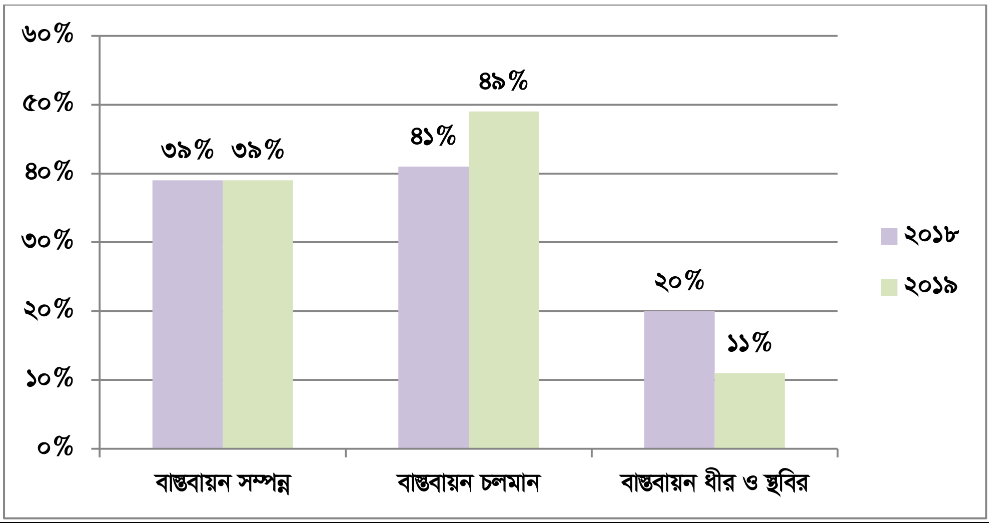

অধ্যায় ৩

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গত পাঁচ বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন নিশ্চিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে এ সকল বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে-

৩.১ আইন, নীতি ও আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

সরকার কর্তৃক ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ সালে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করা হয় যা শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ নামে পরিচিত। কিন্তু এ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার কাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়। এ আইনের ১০৮ ধারার মাধ্যমে অধিকাল কর্মের ক্ষেত্রে পিস রেট ভিত্তিতে মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করার সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া ধারা ১১৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, উৎসব দিনে কাজ করার ক্ষেত্রে "ক্ষতিপূরণমূলক মজুরীসহ ছুটির" পরিবর্তে শুধু "ক্ষতিপূরণমূলক মজুরীর" বিধান থাকবে। আবার এ আইনের মাধ্যমে শ্রমিকের প্রাপ্য ছুটি প্রাপ্তির অধিকার হরণ করা, শ্রমিকের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হলেও মালিকের শাস্তি কমানোর বিষয় লক্ষ্য করা যায় (ধারা, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০ ইত্যাদি)। ফলে, শ্রমিক অধিকারের ক্ষেত্রে আরও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ইপিজেড শ্রম অ্যাধাদেশ ২০১৯ জারি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে অগ্রগতি সম্ভব হলেও শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে সংশয় রয়েছে। যেমন, এর মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের ভোটের বিধানের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল করা হয়েছে। এছাড়া চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে চাকুরিকালীন সুবিধা না পেলে শ্রম আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান এই আইনে রাখা হয়নি। অপরদিকে, অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ এর বিভিন্ন ধারায় যেমন মালগুদাম/কারখানা মাশুল, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ইত্যাদি বিষয়ে মালিকপক্ষের আপত্তিতে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং মালিকপক্ষের আপত্তি পর্যালোচনার পরবর্তীতে পুনরায় কার্যকর করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন করা হলেও আইনটির দীর্ঘদিন স্থগিতাবস্থা বিরাজ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন কারখানাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৬১ সালের বিধিমালা অনুযায়ী অনেক পরনো হাওে ফি গ্রহণ করার ফলে সরকার বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর সিআইডি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় বারবার সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে, এ মামলাটি আসামীপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বর্তমানে কার্যত স্থবির রয়েছে। আবার তাজরিন ফ্যাশন মামলায় বারবার তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়েছে।

৩.২ ব্যবসায় নীতি সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

তৈরি পোশাক মালিকদের শক্তিশালী লবিং-এর জন্য সরকারের নীতি সহায়তা তৈরি পোশাক ব্যবসাকেন্দ্রিক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়নে এবং মজুরি বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নীতি সহায়তা প্রদান করলেও এ শিল্পের টেকসইকরণে সম্পূরক শিল্পের উন্নয়নে তেমন কোনো সহায়তা প্রদান করেনি। সম্পূরক শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার শুধুমাত্র দেশীয় কাপড় ব্যবহারে রপ্তানি ৪% নগদ সহায়তা প্রদান করে থাকে কিন্তু এ সহায়তার অর্থ প্রাপ্তিতে ৩-৪ বছরের দীর্ঘসূত্রতা এবং অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে[৫৩]। কিন্তু নীতি সহায়তা সত্ত্বেও গত অর্থবছরে নতুন বাজারে আয় গড়ে প্রায় ১০% কমে গিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা কাপড় ও সূতা দেশীয় বাজারে বিক্রি এবং এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপের ঘাটতির কারণে সম্পূরক শিল্প ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে, মালিকপক্ষের মতে, উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তে কার্যাদেশের ওপর কর্তন এ শিল্পের জন্য নেতিবাচক। মালিকদের নিকট হতে সরকার কর্তৃক উৎস কর নির্ধারণে সঠিক নিয়ম না মানার অভিযোগ রয়েছে। আবার উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর কর্তনের পরিবর্তে ক্রয় ও বিক্রয় এর উপর কর্তনের ফলে মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। অনেক সময় মালিকপক্ষ নির্দিষ্ট ক্রয়াদেশে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং উৎস করের এ নিয়মের কারণে তাদের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়,

[৫৩] 'চতুর্মুখী সংকটে বস্ত্র শিল্প'- দৈনিক যুগান্তর (৮ এপ্রিল, ২০১৯)

মালিকদের ঋণ সহায়তা প্রদানে সরকার অত্যন্ত সহযোগী মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু সংসদে উত্থাপিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ২৬টি প্রতিষ্ঠান এ খাতভুক্ত হিসেবে দেখা যায় এবং পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ ১০,৭৯০ কোটি টাকা[৫৪] যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার কর্তৃক তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগিতায় এসওপি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ উদ্যোগটি আইএলও'র সহযোগিতার অভাবে কোনো অগ্রগতি লাভ করেনি। অন্যদিকে, শক্তিশালী যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ না থাকায় শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পুরনো শ্রমঘন অঞ্চলসমূহে প্রতিষ্ঠা করায় বর্তমান শিল্পাঞ্চলসমূহের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, রাজউক 'ড্যাপ' অঞ্চলসমূহে যেমন- নারায়ণগঞ্জ, সাভার ইত্যাদি কারখানার ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিন্তু রানা প্লাজা পরবর্তী গবেষণায় (টিআইবি, ২০১৩) দেখা যায়, ভবন নকশা অনুমোদনে দক্ষতার অভাব থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নকশা অনুমোদন করেছে। কিছু ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ এ গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে। ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে ভবনের অগ্নি নিরাপত্তার নকশা অনুমোদনে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের দক্ষতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বর্তমানে খসড়া ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এর ২য় ভাগের ৩.২.১০.২ ধারায় ভবনের নকশা ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ক্ষমতা বাতিল করা হয়। সরকারি নীতি ব্যবস্থায় এ বিধানের জন্য ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে এ খাতের পরিদর্শন কার্যক্রমে জনবল ঘাটতি নিরসনে সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শক বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে কলকারখানা অধিদপ্তরে নতুন পরিদর্শক নিয়োগ সম্পন্ন হলেও কিছু পদোন্নতিযোগ্য পদে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তর হতে নিয়োগের নিয়ম আছে এমন পদের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়ায় এবং বাহির হতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সরকারি অনুমতি এখনও না পাওয়ার কারণে এ ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখনও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পরিদর্শক সংখ্যা অপ্রতুল। শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় শ্রম কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রায় ১২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এখনও কোনো ডাক্তার নিয়োগ প্রদান করা যায়নি। অপরদিকে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও সরকার কর্তৃক রাজউকের পরিদর্শক বৃদ্ধির উদ্যোগ এখনও সম্পন্ন হয়নি। একইভাবে, শিল্পাঞ্চলে ১১টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসে উঁচুভবন সংজ্ঞায়নে অসমঞ্জস্যতা দূর করা হয়নি। রাজউকের উঁচুভবন হিসেবে ১০ তলা ভবন ও ফায়ার সার্ভিস এর উঁচুভবন সংজ্ঞায়নে ৮ তলা ভবনকে বোঝায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ১০ তলা ভবন তৈরিতে ভবন মালিকেরা ফায়ার সার্ভিস থেকে উঁচুভবনের নকশা অনুমোদন নেয় না এবং ভবনের অগ্নি নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। একইভাবে, ফায়ার সার্ভিসের ১০ তলা ভবনের অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে যা উঁচুভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সেবা গ্রহণকারীদের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানসমূহে অনলাইন সেবা প্রদানে প্রচারণার অভাব এবং সেবা গ্রহণকারীদের দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনলাইন সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি হচ্ছে না। অন্যদিকে, রাজউকের ক্ষেত্রে অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহনের হার বাড়লেও নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণের হার বাড়লেও নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণে সাড়া কম।

নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় ১৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে এখনও কারখানা মালিকদের বিভিন্ন সনদ নিতে হয়। এ সকল সনদ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে ব্যবসা শুরু করতে সময় বেশি লাগে, যার কারণে অনেক সময় মালিকদের ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি এ ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সনদ দ্রুত নেওয়ার জন্য মালিকদের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়।

---

[৫৪] 'খেলাপির শীর্ষে তৈরি পোশাক খাত'- RMG Bangladesh (6 September, 2019)

৩.৪ কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকার ও বায়ার সমন্বিত উদ্যোগে কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি হলেও এখনও প্রায় ২৮% (৮৮০টি) কারখানায় আশানুরূপ (০%-৫০% নিচে) অগ্রগতি হয়নি। এ সকল কারখানার (৭১১) অধিকাংশ জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত এ সকল কারখানার অধিকাংশ ছোট এবং সাবকন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে পোশাক উৎপাদন করে। আবার কারখানাসমূহের অধিকাংশ মালিকদের সংস্কারের প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ কারখানাসমূহের সংস্কার করার ক্ষেত্রে বায়ার ও সরকারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইপিজেডে অবস্থিত জাতীয় উদ্যোগের ১২টি কারখানার সংস্কারে ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা না পাওয়ায় কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত কারখানাসমূহের মধ্যে ৪০৭টি কারখানা ভাড়া ভবনে উৎপাদন করছে। এ সকল ভবনের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণে ভবন মালিকের অনিচ্ছার কারণে কারখানা সংস্কার করা হচ্ছে না। এ অবস্থায় কারখানাসমূহ সংস্কার করার জন্য সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকলেও সঠিক কৌশলগত চুক্তি প্রক্রিয়া না থাকার কারণে আর্থিক সহযোগিতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে, এ সকল ভবন সংস্কারে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। এছাড়া কারখানাসমূহের সংস্কার কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য গঠিত জাইকার তহবিল, যথাযথ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সমন্বয়হীনতার কারণে দীর্ঘদিন কাজে লাগানো যায়নি। উল্লেখ্য যে, জাইকা তহবিলের অর্থ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়নে ৩০টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি করা হয় এবং গণপূর্ত বিভাগের আরবান সেফটি প্রকল্পের নিকট কারিগরি মূল্যায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়[৫৫]। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগের কারিগরি মূল্যায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে আবেদনকারী কারখানাসমূহ এখনও কোনো ঋণ পায়নি।

সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে না পারা, উৎপাদন আদেশ না পাওয়া, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি কারণে প্রায় ১২৫০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, যার মধ্যে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত ৫৭৩টি এবং জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত ৫৯৮টি কারখানা (পরিদর্শিত কারখানার প্রায় ২৭%) রয়েছে। কারখানাসমূহ বন্ধ হওয়ার কারণে প্রায় ৪.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২টি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিক ব্যতীত কোনো শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পায়নি। অথচ, আইনে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান আছে। অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন আচরণের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির অভিযোগ রয়েছে। যেমন- অ্যাকর্ড কর্তৃক যে কোনো একটি কারখানায় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি পেলে সম্পূর্ণ গ্রুপের সাথে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং ঈদ বা অন্য কোনো বিশেষ সময়ের পূর্বে যখন শ্রমিকদের পাওনা প্রদানের চাপ থাকে, এমন সময়ে কারখানার সাথে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত আরসিসি'র (রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল) মাধ্যমে রেমিডিয়েশন ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এছাড়া আরসিসির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্কারকৃত কারখানার সঠিক তথ্য উপস্থাপনে ব্যর্থতার বিষয়ে অংশিজনদের অভিযোগ বিদ্যমান। সর্বোপরি আরসিসি'র সংস্কার বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে তেমনি পোশাক মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসি'র উপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিকপক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি বিদ্যমান।

৩.৫ সমন্বয়, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রগতি লাভ করলেও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিধ্যমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের (২০১৩ -২০১৮) দায়েরকৃত কোনো মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই এক্ষেত্রে মামলা জট ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে যা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি তৈরি করছে এবং শ্রমিক তার প্রাপ্য আইনগত অধিকার হারাচ্ছে। অপরদিকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের জন্য হটলাইন চালু করা হয়েছে যে সকল হটলাইনে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ প্রদান করতে পারে। এ সকল সেবার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রচারণার ঘাটতি লক্ষনীয় তেমনি এসকল সেবা গ্রহণে শ্রমিক পর্যায়ে আস্থার ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন- কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স অনুমোদন, শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ছাড়পত্র প্রদানের অনলাইন সেবাসমূহেও প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে এবং ব্যবহারকারিদের দক্ষতার অভাবের কারণে এসকল সেবার কার্যকরতা নিশ্চিত করা যায় নাই। অন্যদিকে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের তৈরিকৃত কারখানার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয় নি। রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর রানাপ্লাজায় অবস্থিত কারখানাসমূহের পণ্য আদেশ

[৫৫] দৈনিক সমকাল, ১০ আগস্ট, ২০১৭

দেওয়া কোম্পানিসমূহের পরিচয় সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায়, এ কারনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে টিআইবিও এ বিষয়ে বায়ার প্রতিষ্ঠানদের তাদের সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক বায়ার এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করলে দেশে ব্যবসা করে এমন ৭৫০টি বায়ার প্রতিষ্ঠান তাদের সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ করে নাই। যা পরবর্তীতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বায়ারদের জবাবদিহিতার আওতায় আনায় ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র অর্থায়নে তৈরিকৃত ডাটাবেজে বিজিএমইএ ও বিকেএমই'র সদস্য কারখানা ছাড়া অন্য কারখানা সন্নিবেশিত করা হয়নি। এক্ষেত্রে অন্যান্য কারখানাসমূহের শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে কীভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ পাবে তার কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় শ্রমিক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে, কিছু কারখানার বিরুদ্ধে বিজিএমইএ তৈরিকৃত সেন্ট্রাল ডাটাবেজের বায়োমেট্রিক তথ্যের অপব্যবহার করে শ্রমিক ব্ল্যাকলিস্ট করা এবং কারখানার প্রবেশদ্বারে টাঙ্গিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এর ভিত্তিতে এক কারখানার চাকুরিচ্যুত শ্রমিককে অন্য কারখানায় চাকুরি দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে যা শ্রমিক অধিকার হরণে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গঠিত ত্রিপক্ষিয় কাউন্সিল ও ক্রইসিস কমিটি গঠন করা হলে বর্তমানে ত্রিপক্ষিয় কাউন্সিল কার্যকর নাই। এ ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস কমিটির কার্যপদ্ধতি পরিষ্কার না থাকায় ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক (২০১৯) শ্রমিক আন্দোলনের সময় রানা প্লাজা পরবর্তী গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের পরিবর্তে সরকার গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং শ্রমিক স্বার্থ নিশ্চিত করা হয় নাই। ত্রিপক্ষিয় কাউন্সিলের আয়োজিত আলোচনা সভাসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজেন্ডাবহির্ভূত আলোচনার অভিযোগ রয়েছে - অনেক ক্ষেত্রে সভায় মালিকপক্ষের এজেন্ডা গ্রহণ করলেও শ্রমিক নেতাদের এজেন্ডা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, রিমেডিয়েশন কার্যক্রমে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

৩.৬ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট কারখানা ও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোতে ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হয় না। মজুরি বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের মূল মজুরি ২৩-৩৬% বৃদ্ধির দাবি করলেও দেখা যায় যেসব শ্রমিক ২০১৩ হতে ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত রয়েছেন তাদের মূল মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইনসিদ্ধভাবে[৫৬] ৫% হারে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট আমলে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা মানা হয়নি। ফলে, তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত হিসেবে মূল মজুরির উপর বাৎসরিক ৫% হারে বৃদ্ধির সাথে ঘোষিত বেতন বৃদ্ধি যুক্ত হলে যে পরিমাণ নতুন মূল মজুরি হওয়ার কথা তার তুলনায় শ্রমিকরা বিভিন্ন গ্রেডে ২৩-৩৬% এবং প্রায় গড়ে ২৬% কম পাচ্ছেন।

সারণী ৩: শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগের পর্যালোচনা

হিসাবসমূহ টাকার অংকে প্রদত্ত

গ্রেড	ডিসেম্বর' ১৩ তে ঘোষিত মূল মজুরী	প্রতিবছর ৫% হারে ইনক্রিমেন্ট সহ ২০১৮ এ মূল মজুরী	২৫.১২.২০১৮ তারিখে ঘোষিত নতুন মূল মজুরী (ঘোষিত বৃদ্ধির হার)	বাস্তবে মূল মজুরী বৃদ্ধি / হ্রাস হয়েছিল	১৪.০১.২০১৯ তারিখে সংশোধিত ঘোষণা অনুসারে নতুন মূল মজুরী	বর্তমানে মূল মজুরীর প্রকৃত বৃদ্ধি	৫% ইনক্রিমেন্টস হ ২৫.১২.২০১৮ তারিখের ঘোষণা অনুসারে নতুন মূল মজুরী হওয়া উচিত	অর্জিত ইনক্রিমেন্ট যুক্ত না করায় মূল মজুরী হ্রাস (মজুরী হ্রাসের হার)

[৫৬] শর্ত ৪, বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পজ্ঞাপন, এস, আর, ও নম্বও ৩৪৮ - আইন/২৫ নভেম্বর ২০১৮ (কোনো শ্রমিকের বর্তমানে প্রাপ্ত মজুরীর সহিত এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত মজুরী যোগ করিয়া নুতনভাবে মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে; এবং প্রান্তিক সুবিধাদি (১) (অ) (আ) ১০, বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পজ্ঞাপন, এস, আর, ও নম্বও ৩৬৯ - আইন/৪ ডিসেম্বর ২০১৩

১	৮৫০০	১০৮৪৮	১০৪৪০ (২৩%)	-৪০৮	১০৯৩৮	৯০	১৩৩৪৩	২৪০৫ (২৮%)
২	৭০০০	৮৯৩৪	৮৫২০ (২১%)	-৪১৪	৯০৪৪	১১০	১০৮১৪	১৭৭০ (২৫%)
৩	৪০৭৫	৫২০১	৫১৬০(২৬%)	-৪১	৫৩৩০	১২৯	৬৫৫৩	১২২৩ (২৫%)
৪	৩৮০০	৪৮৫০	৪৯৩০ (২৯%)	৮০	৪৯৯৮	১৪৮	৬২৫৬	১২৫৮ (৩৩%)
৫	৩৫৩০	৪৫০৫	৪৬৭০ (৩২%)	১৬৫	৪৬৮৩	১৭৮	৫৯৪৬	১২৬৩ (৩৫%)
৬	৩২৭০	৪১৭৩	৪৩৭০ (৩৩%)	১৯৭	৪৩৮০	২০৭	৫৫৫০	১১৭০ (৩৫%)
৭	৩০০০	৩৮২৯	৪১০০ (৩৬%)	২৭১	৪১০০	২৭১	৫২০৭	১১০৭ (৩৬%)

অনুরূপভাবে, যে সকল শ্রমিক ২০১৩-২০১৮ সময়কালের বিভিন্ন মেয়াদে (১ বছর – ৪ বছর) কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রতিবছরের জন্য ৫% হারে ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার পর মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর হচ্ছে না। যার কারণে শ্রমিকের উৎসব ভাতা, ওভারটাইমের মজুরি, এবং ছাঁটাই বা অবসরকালীন আইনানুগ পাওনার পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং মজুরি নির্ধারণে বৎসরিক ৫% ইনক্রিমেন্ট এর বিধান প্রয়োগ করা হয়নি।

অপরদিকে, গ্রেড নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী গ্রেড নির্ধারণ করার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এতে করে মূলত শ্রমিক বঞ্চিত হয়েছে। আবার মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে ৩, ৪ ও ৫ নং গ্রেডের বেতন কাঠামো বর্তমান প্রাপ্ত বেতন থেকে কম হওয়ার প্রেক্ষিতে শিল্পাঞ্চলসমূহে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনে একজন শ্রমিক নিহত হয় এবং অনেক শ্রমিক আহত হয়[৫৭]। অপরদিকে, অসঙ্গত মজুরি বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫টি মামলা দায়ের এবং পাঁচ হাজার শ্রমিককে আসামি করার অভিযোগ পাওয়া যায়[৫৮] এবং প্রায় ১৬৮টি কারখানায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে[৫৯]। মজুরি বৃদ্ধির পর গবেষণায় দেখা যায়, গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে কাজ করানো হচ্ছে এবং ৪০ বছর উর্ধ্ব শ্রমিক এবং নানা অজুহাতে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জোর করে ইস্তাফাপত্রে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে, মজুরি বৃদ্ধিতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে কারখানাসমূহে শ্রমিকদের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় উৎপাদনে অসম্ভব টার্গেট স্থির করা হয় এবং টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে মজুরি হতে টাকা কর্তন অথবা বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবার গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন টার্গেট প্রায় ৩০-৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ কারখানায় টার্গেটের চাপে শ্রমিকরা টয়লেটে যেতে কিংবা কাজ থেকে উঠতে পারে না। কোনো কোনো কারখানা টার্গেট পূরণ না হলে মজুরিবিহীন অতিরিক্ত সময়ে কাজ করায় এবং অধিকাংশ কারখানার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও গালমন্দ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, মজুরি বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও বায়ারদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

---

[৫৭] 'পোশাক শিল্পে অস্থিরতা - শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা: উল্লেখ না ই গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা ' দৈনিক ইনকিলাব (১৪ জানুয়ারী, ২০১৯)

[৫৮] https://www.dw.com/bn/97/a-47735458, এবং টিআইবি কর্তৃক মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য

[৫৯] 'মজুরি আন্দোলনের জোরে ১০ হাজার শ্রমিক চাকুরিচ্যুত' - RMG Bangladesh (9 February, 2019)

শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত কর্মঘন্টা দুই ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ধারা ১০৪ ও ১০৫-এ প্রয়োজনে শ্রমিক প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটির দিনে কাজ করা এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টা বৃদ্ধির আইনি বিধান থাকায় শ্রমিকের ছুটি প্রাপ্তির অধিকার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। অনেক সময় ৪-৬ ঘন্টায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে অত্যধিক কাজের চাপে শ্রমিকদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি হয়। আবার, অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিক তার প্রাপ্য ছুটি ভোগ করতে পারে না। এক্ষেত্রে কারখানাসমূহে শ্রমিকের প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রদান করে না এবং ছুটি দেয় না। কিছু ক্ষেত্রে, আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকারি ছুটির দিনে কাজ বন্ধ রাখার কারণে পরবর্তী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে, প্রায় ৯৮% (বিজিএমইএ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর-২০১৭) কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসূতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতি সুবিধা প্রদান করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারিত প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান করা হয় না। উপরন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসূতিকালীন সময়ে চাকুরিচ্যুত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। সর্বোপরি, সরকার ২০১১ সালে সরকারি চাকুরিসমূহে মাতৃত্বকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ নির্ধারণ করলেও শ্রমিকের জন্য আইনানুযায়ী তা কম রয়েছে, যা রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ কারখানায় লাইন সুপারভাইজার কর্তৃক খারাপ ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কাগজনির্ভর এবং কার্যকর না হওয়ায় শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার বাস্তবিক অর্থে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, কারখানা পর্যায়ে মাত্র ৩% শতাংশ ইউনিয়ন কার্যকর (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ২০১৬) রয়েছে। আবার কিছুসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষের নিজস্ব শ্রমিক দিয়ে গঠনের অভিযোগ রয়েছে যা মালিকের পকেট ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত। আবার ট্রেড ইউনিয়নসমূহে নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার, শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এ সকল কারখানায় বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা করার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, কারখানা পর্যায়ে সকল শ্রমিকের গ্রুপ বীমা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কারখানায় মাত্র ২০-২৫ জনের গ্রুপ বীমা করা হয়। আবার, একইভাবে শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ বিধি ২১৫(৮খ)-এ কেন্দ্রিয় তহবিলের সুবিধাকালীন তহবিল থেকে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শ্রম আইন ২০০৬-এ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে তা থেকেও মালিকদের নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যদি কোনো শ্রমিক শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিলে উল্লেখিত অসুখসমূহের কোনো একটির জন্য অসুস্থ হয়, তাদের কল্যাণ তহবিল হতে অর্থ আদায়ের জন্য পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ আদায়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে কার্যত শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার আইন অনুযায়ী কারখানা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্বে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিধান মানা হয় না। অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মাত্র দুটি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। আবার সংস্কারের জন্য শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে অ্যালায়েন্সের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও সকল কারখানায় অ্যালায়েন্স কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।অন্যদিকে, প্রথম অ্যাকর্ডে এ ধরনের চুক্তি সন্নিবেশিত করা হয়নি, যদিও নতুন অ্যাকর্ডে ক্ষতিপূরণের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বায়ার প্রতিষ্ঠানদ্বয় তাদের দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে কারখানাসমূহের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে, যার ফলে কারখানা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে, সরকারের এক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার আইএলও কনভেনশনে (১২১) স্বাক্ষর করার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও'র এ কনভেনশনে স্বাক্ষর না করায় এখনও শ্রম আইনে যুগাপোযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা যায়নি। যদিও রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ এর মাধ্যমে সঠিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো, কিন্ত পরবর্তীতে বেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সম্ভাবনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.৭ শুদ্ধাচার নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকার নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো শ্রম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারখানার পিসি কমিটির নির্বাচনের সময় শ্রমিকদের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে এবং নামসর্বস্ব ফেডারেশনের যোগসাজশে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন জমা হয়েছে এরূপ ভয় প্রদর্শনের

মাধ্যমে মালিকপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ আদায় এবং ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে, কলকারখানা অধিদপ্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স অনুমোদনে ৫০-৬০ হাজার টাকা, নবায়নে ৫-৭ হাজার টাকা এবং মাস্টার লে-আউট অনুমোদনে ৫০-৭০ হাজার টাকা, লে-আউট সংশোধনে ১৫-২০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক শ্রমিক প্রদেয় অভিযোগ তদন্তে কারখানার মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত শ্রমিকদের মালিকপক্ষ কর্তৃক নিপীড়ন ও চাকুরিচ্যুত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সকল কারণে অভিযোগ প্রদানে শ্রমিকদের আস্থার ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে।

অধ্যায় ৪

উপসংহার ও সুপারিশ

৪.১ উপসংহার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পূর্বে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি ছিল। তবে, দুর্ঘটনার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে (এপ্রিল ২০১৩ – মার্চ ২০১৯) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ জারি, শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ প্রণয়ন এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার শ্রমিক অধিকার ও কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনী কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি অংশীজন হিসেবে কলকারখানা অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কার্যকরতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কলকারখানা স্থাপন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং রাজউক বিকেন্দ্রীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহের বাস্তবয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। একইভাবে, ২০১৭ সালে শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কারখানার মালিক পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে যে অনীহা ও নেতিবাচক মনোভাব ছিল তা রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে, মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসা ধরে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপে বাংলাদেশের কারখানাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দুটি বায়ার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানাসমূহ নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রায় তিন হাজার কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল বায়ার প্রতিষ্ঠান কারখানা সংস্কারে অগ্রগতি না হলে সেই কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে, নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য কারখানা মালিকরা বায়ারদের চাহিদা মতো কারখানার কারিগরি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেয়। কিন্তু শ্রমিক অধিকার বিষয়ে যেমন- কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে গ্রুপ বীমা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মালিকপক্ষের কম গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়।

অন্যদিকে, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মালিকদের পূর্বেই আগ্রহী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের তালিকা প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করা হয়। আইন অনুযায়ী একই কারখানায় তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ বিধান কাগজে কলমে বিদ্যমান। একই কারখানায় একটির অধিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কোনো আবেদন সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। আবার শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এ ২০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধানটি অধিকসংখ্যক শ্রমিক কর্মরত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন অসম্ভব করে তুলেছে, যা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৬ পরিপন্থী। ফলে, এটি সরকারের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের শ্রম বিধিমালায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সাথে তাদের স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনের প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত অতিরিক্ত কাগজ জমা দেওয়ার বিধান করা হয়, যা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনকে আরও কঠিন করে তোলে। অপরদিকে, ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশে ৩০% শ্রমিকের স্বাক্ষর পাওয়ার পরও পুনরায় কারখানার ৫১% শ্রমিকের ভোটের বিধান রাখা হয়েছে, যা শ্রমিক সংগঠন করার বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এছাড়া কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের বিভিন্ন অজুহাতে চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ পাওয়া যায়। মূলত এ ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি লক্ষণীয়।

আবার শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সংগঠন করার অধিকার, মারাত্মক অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। কারখানা সংস্কারের জন্য কোনো শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হলে তাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান আইনে উল্লেখ আছে। অ্যাল্যায়েন্স তার আইনগত চুক্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কিন্তু অ্যাকর্ড-এর চুক্তিতে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরিচ্যুতির কারণে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পায়নি। অপরদিকে, আইনে অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা এখনও অপ্রতুল। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার জন্য সরকার তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল হতে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের বিধান করলেও তহবিল থেকে গ্রুপ বীমার অর্থ পরিশোধের বিধান এ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে। আবার, সরকারি চাকুরিতে কর্মরত কর্মীদের জন্য

মাতৃত্বকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ হলেও শ্রম আইন ২০১৬-এ তা ১৬ সপ্তাহ, যা রষ্ট্রের অসম আচরণ হিসেবে বিবেচিত। সর্বপরি, দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে আইন এবং বিধি অনুযায়ী কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রমিক অসুস্থতার জন্য কোনো প্রকার সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এ উদ্দেশ্যে আইএলও ইনজুরি স্কীম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার কোনো অগ্রগতি হয়নি।

অন্যদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের মাধ্যমে যে সকল কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তার মধ্যে বায়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শিত কারখানাসমূহের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ভাড়া ভবনে কারখানা মালিকদের অনাগ্রহ ও আর্থিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত কারখানাসমূহের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং দেশের সার্বিক তৈরি পোশাক ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

আবার রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি বিদ্যমান। আরসিসি'র সংস্কার বাস্তবায়নে কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ সক্ষমতার ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন মালিকদের আস্থার অভাব রয়েছে, তেমনি পোশাক মালিকদের রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাব্য অক্ষমতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদেরও আরসিসি'র ওপর আস্থার ঘাটতি দেখা যায়। অপরদিকে, আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিকপক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়া শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ বজায় রাখা ও খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মালিক, সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত ত্রিপক্ষিয় কাউন্সিল কার্যকর ও কাঠামোবদ্ধ না থাকায় অশান্ত শ্রম পরিবেশ সৃষ্টির ঝুঁকি বিদ্যমান। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে শ্রমিক অধিকার এবং খাতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে একটি ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। কিন্তু ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল এখনও কার্যকর না হওয়ায় শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঝুঁকির সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি ত্রিপক্ষীয় কমিটিতে শ্রমিক ও সরকারপক্ষের দক্ষতার ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে, কাঠামোবদ্ধ নিয়ম না থাকার কারণে এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি থাকার কারণে ত্রিপক্ষীয় কমিটি কার্যকর না হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

আবার মজুরি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট আন্দোলন পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে ভয়ের কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অসঙ্গত মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোনো অবস্থান নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয় না। বরং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার অপপ্রয়োগ করে শ্রমিক চাকুরিচ্যুত করা হয় বলে অভিযোগ বিদ্যমান। ফলে কারখানা অভ্যন্তরে চাকুরিচ্যুতির ভয়ের কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করছে যা দীর্ঘমেয়াদে এ খাতে শ্রমিকদের কর্মবিমুখতার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে, তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে নীতি সুবিধার ঘাটতি রয়েছে, যা এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ তৈরি পোশাক খাতে সরকার কর্তৃক অনেক নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে কোনো নীতি সুবিধা প্রদান করা হয় না। অথচ এ ধরনের শিল্পের টেকসই করণে অন্যান্য দেশে সম্পূরক শিল্পে অনেক নীতি সুবিধা প্রদান করা হয়। যার ফলে এ সকল দেশের তৈরি পোশাক খাত জিডিপিতে অনেক বেশি মূল্য সংযোজন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পণ্য অনুযায়ী প্রায় ৪০-৯০ শতাংশ সম্পূরক পণ্য আমদানি করতে হয়, যা এ খাতের সঠিক মূল্য সংযোজনে বাধাগ্রস্ত করছে এবং শুধুমাত্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখলেও প্রকৃত ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যাক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪টি মামরা দায়ের করা হয়[৬০]। অথচ এখন পর্যন্ত ৪টি মামলার মধ্যে কেবল একটি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, যা আদালত কর্তৃক গ্রহণ না করে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রম আদালত কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাগুলোর কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ মামলা প্রতিবেদন

প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। আবার আদালতের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তামিল না করা এবং সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতার মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করার সংস্কৃতিও লক্ষ্য করা যায়।

৪.২ সুপারিশ

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
২	শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ এবং ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ ২০১৯-এ বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করা - বিশেষ করে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা বিলোপ করা; শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি; চাকুরির অবসানে শ্রমিকের প্রাপ্য ও আর্থিক সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি; মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা বৃদ্ধি; সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে
৩	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে
৪	শ্রম অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা নিশ্চিতে • নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে পরিদর্শকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে • শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলসমূহে প্রতিস্থাপন করতে হবে • ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি যুগোপযোগী করতে হবে
৫	শ্রমিক আন্দোলন পরবর্তী চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়েরকৃত উদ্দেশ্যমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ভয়-ভীতিহীন শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে
৬	মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে
৭	সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদারদের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ হবে
৯	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে
১০	ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ন, নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচি অনুসরণ, সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা
১১	তৈরি পোশাক খাতের সম্পূরক শিল্পে প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে
১২	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলও'র সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে - এক্ষেত্রে কারখানাসমূহের সংস্কার প্রতিবেদন নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রকৌশলীদের মাঠ প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে • কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে

তথ্যসূত্র:

১. টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩), **তৈরি পোশাক খাতঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়।**

২. Anders Pedersen, (2013), "*Data expedition story: "Why garments retailers need to do more in Bangladesh"*, see more at-http://schoolofdata.org, accessed on April 06, 2014.

৩. ILO (2013), Bangladesh: Seeking better employment conditions for better socioeconomic outcomes

৪. Asia Floor Wage Alliance: Short History at the brink of transition", 2017, AFWA

৫. " IFC Engagement in the Bangladesh Apparel Sector- How IFC Supports Bangladesh Positions in Global Supply chain"; IFC, October, 2017

৬. Maher.S (2013) ''Hazardous *workplaces: Making the Bangladesh Garment Industry Safe*" page10, Clean cloths campaign.

৭. Clean Clothes Campaign (October, 2013) *''Still Waiting: six months after historys deadliest apparel industry disaster, workers continue to fight for compensation",* Clean cloths campaign.

৮. http://www.ilo.org

৯. http://www.bangladeshaccord.org/

১০. http://www.bangladeshworkersafety.org/

১১. http://www.mole.gov.bd/

১২. http://www.ranaplaza-arrangement.org/

১৩. www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/...to.../index.htm access on 18 December, 2018